কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

নিয়ন্ত্রণহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, নির্বিকার সরকার

শরীফুল আলম সুমন ▷

- আদালতের নির্দেশনা সত্ত্বেও তিন বছরেও নীতিমালা হয়নি
- সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বিনিয়োগও নেই
- ইচ্ছামতো বেতন-সেশন ফি আদায়ের অভিযোগ
- প্রতিকার চাওয়ার জায়গা নেই অভিভাবকদের

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিয়ে পুরোপুরি নির্বিকার সরকার। এ সুযোগে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে এসব স্কুল। বছর বছর তারা বাড়িয়ে চলেছে সেশন চার্জ, টিউশন ফি। এ ব্যাপারে সরকারের যথাযথ নীতিমালা না থাকায় স্কুলগুলোকে কেউ চাপও দিতে পারছে না। প্রতিষ্ঠান খোলা কিংবা বন্ধ রাখাসহ সব সিদ্ধান্তই স্কুল কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে ইচ্ছামাফিক।

গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারী জঙ্গিদের মধ্যে দুজন ছিল ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থী। ওই ঘটনার পর নিরাপত্তার অজুহাতে ইংরেজি মাধ্যমের অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে। এ ঘটনায় তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিষয়ে কিছুটা নড়েচড়ে বসলেও ফের সব কিছু আগের মতোই চলছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ সব পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকলেও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল নিয়ে দায়সারা ভাব রয়েছে। এমনকি ২০১৩ সালে হাইকোর্ট নতুনভাবে নীতিমালা করার নির্দেশ দিলেও গত তিন বছরেও তা করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

দেশে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ১৫৯টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নিবন্ধন রয়েছে। তাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪ হাজার ৫০৭ জন। এর মধ্যে 'ও' লেভেলের স্কুল ৬৪টি, 'এ' লেভেলের ৫৪টি এবং জুনিয়র লেভেলের স্কুল ৪১টি। তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড নিবন্ধন দিয়েছে ১০২টি স্কুলের।

বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৩৫০টি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন লাখের ওপরে। তবে বাস্তবে এমন স্কুলের সংখ্যা আরো বেশি বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনাই নেই সরকারের। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বিনা মূল্যে বই দেয় সরকার। রয়েছে উপবৃত্তিসহ নানা সুবিধা।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

P.T.O